R. N No. 2532/57
Phone No. RGG.112
Regd. No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা— স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্‌ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ-ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ,
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৯৩ সাল।
১২ই নভেম্বর, ১৯৮৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৩০ পয়সা।
বার্ষিক ১৫ সডাক।

## পদ্মার সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসে ভূমিগ্রাসের করালছায়া

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পদ্মা গঙ্গার মাঝে আটকে পড়া গ্রামগুলির অস্তিমক্ষণ আর বেশী দূর নয় বলেই পর্য্যবেক্ষকদের ধারণা। ব্লকের বেশিরভাগ স্থানে গঙ্গা পদ্মার দূরত্ব কমতে কমতে এসে ঠেকেছে ১কিলোমিটারে। পদ্মার রুদ্র জলোচ্ছ্বাসে ভূমি গ্রাসের যে ক্ষুধা এখনও দেখা যাচ্ছে তাতে দুই নদীর সর্বনাশা মিলনের আর দেরী নেই বলেই গ্রামবাসীরা মনে করছে। ঐ গ্রামগুলির বাসিন্দারা প্রতিবছরই সড়তে সড়তে এমন জায়গায় এসেছে যে এরপর নিশ্চিহ্ন গ্রামের অধিবাসীদের যাযাবরের মত গঙ্গার এপারে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে। একদিন যাদের সব ছিল, ছিল জমি ঘর বাড়ী তারা আজ সর্বহারা। সরকারী ত্রাণ, আর জি. আর, ডি. আরই তাদের সম্বল। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী সর্বনাশী গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তার সাথে ভেসে গেছে তিনপুরুষের ভিটা, চাষের জমি। আজ তাদের সম্বল শুধু চোখের জল। গঙ্গার অপর পাড়ের এ্যাফলেকস্ বাঁধ এবারবার বন্যায় পদ্মার জলের ধাক্কায় বার বার কেঁপে উঠেছে। বাঁধ থেকে ২০০ গজের মধ্যেই পদ্মার সর্বনাশা জলস্রোত বয়ে চলেছে। তার ভূমি ক্ষুধার পরিতৃপ্তিতে যে কোন মুহূর্ত্তে বাঁধের মাটি ধ্বসে পড়তে পারে। তখন কিন্তু জঙ্গিপুরকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলিকে চিন্তা করতে হবে কি ভাবে এই সর্বনাশা ভাঙ্গন রোধ করা যায়। এখন বন্যার ত্রাণ বিলি, জি, আর, বিলি নিয়ে দলবাজীর চিন্তা করলে চলবে না। কিন্তু চলছে। সবাই ত্রাণের ক্রটী-শরা নিয়ে ব্যাস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত জনৈক গ্রামবাসী বললেন—চাঁদপুর গ্রামের প্রায় সবটাই আজ ভাঙ্গনের মুখে। দুবার ঘর ভেঙ্গেছে, দুবার নতুন ঘর বেঁধেছি। আবার হয়তো এবারও ভাঙ্গবে। আমরা যাব কোথায় ? বাঁচবোই বা কেমন করে ! বার বার ঘর বাঁধার পয়সা পাবো কোথায়, আর জায়গায় বা পাবো কই ? ভাঙ্গণ প্রতিরোধী স্পার গুলির কোন চিহ্নও আর নেই। এই সব গ্রামের মানুষ জনের আশা ছিল অনেক। একজন বুদ্ধিজীবি গ্রামবাসী বলেন— আমরা ভেবেছিলাম ফারাক্কা বাঁধ হচ্ছে, আর আমাদের নূতন করে ঘর বাঁধার চিন্তা করতে হবে না। এদিকে ফারাক্কার কাজ প্রায় শেষ, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। ফাদিলপুরের কাছে বাঁধের উপর সারি সারি অস্থায়ী আস্তানা। ভরসা শুধু সরকারী ত্রিপল আর খয়রাতি সাহায্য। তাও ঠিকমত মেলেনা। এখনও অনেক তাঁবু দরকার। দরকার গম, চাল, ওষুধপত্র। একজন ভুক্তভোগী আক্ষেপের সঙ্গে বললেন—দরকার হলেও তাঁবু পাচ্ছি না। পাচ্ছি না গম, চাল, সেখানেও চলছে দলবাজি। দুঃস্থ মানুষজনকে সাহায্য করছে না কেউ নিঃস্বার্থভাবে। সবাই চায় আমরা যেন মনে রাখি সাহায্য পাচ্ছি। সামনেই

( এর পর দুয়ের পাতায় )

## জঙ্গিপুর উপবিভাগের সর্বত্র গ্যাসষ্ট্রোক্রট্রাইটিসের প্রাদুর্ভাব

সংবাদদাতা ঃ মহকুমার সর্ব্বত্র ঘুরে বন্যার পরবর্ত্তী যে সব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে সর্ব্বত্র গ্যাসষ্ট্রোক্রট্রাইটিসের ব্যাপক মহামারী আরম্ভ হয়েছে। প্রায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে ঐ রোগে আক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। সাগরদীঘির মণিগ্রাম, বালিয়া, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বহু মানুষ এ রোগের কবলে পড়েছেন। মণিগ্রাম স্বাস্থকেন্দ্রে কোন ডাক্তার না থাকায় রোগীদের হয় সাগরদীঘি না হয় জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে। ফলে এ সব অঞ্চলের মানুষ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছেন। আমাদের ধুলিয়ানের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও গ্যাসষ্ট্রোক্রাট্রাইটিসে আক্রান্ত রোগী প্রতিনিয়তই আসছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির চতুর্দিকে বৃষ্টির জল জমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মশার উপদ্রব বাড়ছে। যার ফলে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত ম্যালেরিয়া আক্রমনের ভয় দেখা দিয়েছে। শীঘ্র ব্যবস্থা না নিলে ক্রকেকোটিসের প্রাদুর্ভাবও দেখা দিতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। গত ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে সংবাদে গ্যাসষ্ট্রোক্রট্রাইটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ—

ফারাক্কা ব্লকে ১৩, অনুপনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৪, ধুলিয়ান পুরসভায় ৩, সুতী-২ ব্লকে ৮৭ সুতী ১ ব্লকে ২১৮, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে ৬, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ৩১, সাগরদীঘি ব্লকে ২৫। এদের মধ্যে সুতী-১এ ৯জন, সুতী ২এ ২জন, রঘুনাথগঞ্জ ১এ ১জন, রঘুনাথগঞ্জ ২এ ৪জন মারা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে আরো প্রকাশ,

( এর পর দুয়ের পাতায় )

## বনবিভাগের ১৫হাজার টাকা অপচয়।

জঙ্গিপুর ঃ বনবিভাগ থেকে দেয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা বনাঞ্চলের পরিবর্তে অন্য খাতে খরচ করায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ। তেঘরী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন প্রাদেশিক সড়কের দুইধোর গাছ লাগানো এবং বনাঞ্চলের জন্য ঐ টাকা মঞ্জুর করা হয়। উক্ত টাকা কিসে খরচ করা হল খতিয়ে দেখার জন্য সি. পি. এম থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

## পদ্মার সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসে ভূমিগ্রাসের করালছায়া

( প্রথম পাতার পর )

ভোট, সেই ভোটের তরী যেন তাদের ঘাটে ভেড়ে। অসহনীয় অবস্থা। যার ঘরে ১৪/১৫ জন লোক তাকে ৩০/৩৫ কেজি গম দেওয়া হ'ল এক মাসের মধ্যে । ভাঙ্গাবার পয়সা কোথায়, রাঁধবে কিক'রে কে দেখে ? অনেকের অভিযোগ আরও ভয়াবহ। তাঁরা বললেন—পানীয় জল নাই কোথাও। টিউবওয়েল এদিক ওদিক যা ছিল, বন্যায় বালি পড়ে বন্ধ। নূতন টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হচ্ছে না। জননেতা, মন্ত্রীরা বন্যা দেখতে আসছেন শুধু বহরমপুর আর ফারাক্কায় কেউ. খোঁজ নিতেও এলেন না দূর্গত এই সব অঞ্চলের। রঘুনাথগঞ্জ শহরে পৌর রিলিফের যে জি. আর. দেওয়া হয়েছে, তা মানুষের খাবার অযোগ্য। পোকালাগা গম, আর ভূয়োকাটা আতপ। ৪ কেজি করে। পরিবারের লোক সংখ্যা যাই হোক, সর্বনাশের মধ্যে যে পরিবারগুলি বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় প্রকৃতির তাণ্ডবের সাথে যুঝে যাচ্ছেন, তাদের বাঁচাবার দায়িত্ব কারো আছে বলে মনে হয় না। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল মিছিলে বর্ত্তৃতায় দুর্দশাকে দূর করতে চান। সত্যিকারের সেবার মনোবৃত্তি কারোরও দেখা যাচ্ছে না। সরকারী রিলিফ ঠিক মতো বিলি হচ্ছে কিনা, সরকারী টাকার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা—সেটুকু দেখার মতো মানুষ আছে বলে মনে হয় না। অস্থায়ী শিবির ও বন্যা কবলিত অঞ্চল ঘুরে এটুকু বুঝতে পারলাম, এদের দুঃখ কষ্টকে মূলধন করে সব রাজনৈতিক দলই ফায়দা লুঠতে চান।

## জঙ্গিপুর উপবিভাগের সর্বত্র গ্যাসষ্ট্রোক্রট্রাইটিসের প্রাদুর্ভাব

( প্রথম পাতার পর )

এ রোগ প্রতিরোধ করতে সমগ্র মহকুমায় ২ কিস্তিতে ৫২,৮২৫ জনকে প্রতিষেধক ইন্‌জেকসন দেওয়া হয়েছে। ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত পানীয় জল শোধনের উদ্দেশ্যে ১৪৯৭টি টিউবওয়েল, ১২২০টি পাতকুয়া, ৭১৮টি পানীয় জলের পুস্করিণী ব্লিচিং পাউডার ও চুন দিয়ে পরিশোধিত করা হয়েছে । এবং ১৪,৮৮৫টি বাসগৃহে বিভিন্ন ওষুধ ছড়িয়ে সংক্রমণ রোগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মহকুমার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ৩২,৯৮২ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে। যে সমস্ত টিউবওয়েল বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে ডুবে গিয়েছিল সেগুলো রি-সি-ভিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এবং আপাতত সেগুলো থেকে জল তুলে পান করতে বা রান্নার জন্য ব্যবহার করতে নিষেধ করে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে।

জনৈক গ্রামবাসী ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন— স্বাস্থ্য দপ্তর যাই বলুন, শুধুমাত্র ওষুধপত্র বা সংক্রামণ নিরোধ ব্যবস্থা নিলেই এ রোগ দূর করা সম্ভব নয়। কেননা গ্রামে গাঞ্জ মানুষ গৃহহীন হয়ে এদিকে ওদিকে অব্যবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ফলে কোন নিরোধ ব্যবস্থায় পর্য্যাপ্তবলে গণ্য হ'তে পারে না। সর্ব্বত্র জল সরাবার ব্যবস্থাও সকলকে সুষ্ঠভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতে পারলে কোন প্রকারেই সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না। খাদ্যের অভাবে মানুষ যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। তার উপর ডি. আর. জি. আর মারফৎ যে চাল গম দেওয়া হচ্ছে তাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে না। বহু মানুষের অভিযোগ, সরবরাহ করা চাল গম পশুরও অখাদ্য। পেটের দায়ে তাই খেয়ে সবাই পেটের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিদর্শকরা সে দিকে কোন দৃষ্টি দিয়েছেন বলে আমরা জানিনা। এ রোগ তাড়াতে গেলে সর্বপ্রথম দুর্দশাগ্রস্থদের স্বাস্থ্য সম্মত ড্রাইডোল খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ তাদের এ কথায় কেউ কান দিচ্ছে না।

## নেতাজীর অপমান জাতীর অপমান

স্বাধীনতার লাভের পর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এই চার দশকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হইয়াছে। এই দেশের বৈদেশিক নীতি যতই প্রশংসালাভ করুক না কেন দেশের অভ্যন্তরে কিন্তু সেই তুলনায় দৃঢ় ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। পাঞ্জাবে, আসামে, উত্তরবঙ্গে সর্ব্বত্রই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ধর্ম্মীয় সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় গোপনে সক্রিয় ও সংহত হইতেছে। প্রশাসনিক কর্ত্তৃত্ব যাহাদের হাতে রহিয়াছে সেই উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আপ্রান চেষ্টা যে না করিতেছেন তাহা নহে; তথাপি বিভেদকামী শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারিতেছেন না। এই অক্ষমতার কারণ কি? স্বাধীনোত্তর চল্লিশ বৎসর প্রাক স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বার্থত্যাগী কর্মী পুরুষরা সকলেই হয় গত হইয়াছেন নয়তো বার্দ্ধক্যে স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন ! শাসন ভার ন্যস্ত হইয়াছে স্বাধীনত্তর তরুন সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে কটাক্ষ না করিয়াও বলা যায় পরাধীনতার গ্লানি বা সে যুগের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা নাই। সেই যুগের স্বাধীনতার যুদ্ধের যোদ্ধারা স্ব-স্বার্থ ত্যাগের ও নৈতিক চরিত্রের যে উচ্চতম ভূমিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা এ যুগের নেতৃত্বের চরিত্রে কণা মাত্রও নাই।

দেশের বিভেদকামী শক্তিরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আর কর্মকর্তারা নিজেদের জয়ঢাক বাজাইবার প্রচণ্ড মানসিকতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বীর নেতাদের চরিত্রগুলিকেও টি. ভি. বেতার মাধ্যমে কুৎসিতভাবে রূপায়িত করিতে দ্বিধা করতেছেন না। জগৎবরেন্য নেতাজীকে টি, ভি. সিরিয়ালে মদপ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের দৈণ্য তাঁহারা পরিস্ফুট করিয়া দেন। আরও বিচিত্র ব্যাপার যে ইহার প্রতিবাদ এতক্ষণ যে তাহা মানুষকে এখনও সঠিকভাবে একত্রিত করিতে পারে নাই। আরোও লক্ষণীয় যে প্রতিবাদ সারা ভারতবর্ষ হইতে উত্থিত হয় নাই। একমাত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। সুভাষ চন্দ্র বাঙ্গালী বলিয়াই যদি ভারতের অন্যত্র তাঁহার চরিত্রে কালিমা লেপনেও কোন প্রতিবাদ না উঠে তবে ভারতবর্ষের ঐক্যের বাঁধন দুর্বল হইয়া পড়িতে আর দেরী নাই। যদিও তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এই ঘটনার অনুসন্ধানের ও শাস্তি বিধানের জন্য তৎপর হইয়াছেন, তথাপি জনমনে বিভ্রান্তি জাগিয়াছে রাজীব গান্ধী এই ঘটনায় চুপ করিয়া আছেন কেন? সুভাষ চন্দ্রের মত জগৎ বরেণ্য চরিত্রে কালিমা লেপনে সহই বা তথ্য দপ্তরের প্রচার অধিকর্ত্তাদের হইল কেমন করিয়া? সম্প্রতি তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর উদ্যোগে নেতাজী সিরিয়ালটির প্রচার বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ঠ নয়, সমগ্র ঘটনাটির সুচারুরূপে তদন্ত করিয়া অপরাধীদের সঠিক শাস্তি দিতে হইবে। জাতীয় নেতাদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা কোন দেশের পক্ষেই ইডকর নয়।

# National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

( A Govt of India Enterprise )

**FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT**

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD : W. B.

PIN : 742236

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentaioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should sent Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of National Thermal Power Corporation Ltd., payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration credentials.

The tender documents will be on sale from 14. 11. 86 to 4. 12. 86 from 9-00 to 12-00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tenders will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opend immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

| Sl. No. | Name of work | Approx. value of work | Amt. of EMD cost of tender paper | Comple- tion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Internal electrification of one no. CISF multistoried Barrack at CISF complex of FSTPP. NIT no. FS:42:CS:607/T-56/86. | 0.9 lakh | Rs. 1800/- Rs. 25/- | Six months | 5. 12. 86 at 2-00 P. M. |
| 2. | Supply and erection of Distribution boards at different locations of General Hospital at permanent township, Khejuriaghat of FSTPP. NIT no. FS:42:CS:1512/T-57/86. | 0 55 lakh | Rs. 1100/- Rs. 25/- | Three months | 5. 12. 86 at 3-00 P. M. |
| 3. | Internal electrification of Transit Camp-cum-Office building of T.L. at permanent township Khejuriaghat of FSTPP. NIT no. FS:42:CS:1516/T-58/86. | 0.40 lakh | Rs. 800/- Rs. 25/- | Three months | 5. 12. 86 at 4-00 P. M. |
| 4. | Annual service contract for operation of D.G. set at field hostel of FSTPP. NIT no. FS:42CS:611/T-59/86. | 0.50 lakh | Rs. 1000/- Rs. 25/- | One Year | 6. 12. 86 at 3-00 P. M. |
| 5. | Mosqquito eradication, rodent & cockroaches control at FSTPP. NIT no. FS:42:CS:597/T-60/86. | 1.5 lakh | Rs. 3000/- Rs. 50/- | One Year | 6. 12. 86 at 3-00 P. M. |

Terms & Conditions :—

1. For sl. nos. (1) to (4), parties must have valid electrical contractor's licence.
2. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.

(Contd...4 Page)

3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against runing account bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the acceptable form as maintained in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exemted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form. Earnest money of... ... ... ... ... ... ... enclosed should clearly be written on the top of the envelop containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.
6. Interest parties are advised te visit site to familiarise with the site conditicns.

Senior Engineer ( Contracts ).
F.S.T.P.P. / N.T.P.C.

## সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় সেবা শিবির ক্লাবের সভ্যরা কালীপূজা উপলক্ষে গত ৩ থেকে ৫ই নভেম্বর ক্লাব প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নাটক তাৎক্ষণিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দৈহিক কলাকৌশল প্রদর্শনী উপস্থিত দর্শকদেব আনন্দ দেয়।

✪

ধুলিয়ান : প্রতিবারের মত এবারও এখানে কালীপূজা ও দেওয়ালী উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। "ইয়ংস গ্রুপ" ও "কোবরা" সংস্থার মণ্ডপ সজ্জা ও প্রতিমা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামসের গঞ্জ থানার উদ্যোগে ছ'রাত্রি যাত্রা ও বাউল গান অনুষ্ঠিত হয়।

## শান্তি কমিটি

অর্জুনপুর : গত ৩১শে অক্টোবর এখানে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও, সি আই এবং রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। দলমত নির্বিশেষে সকলেই এখানকার ও স্বাভাবিক পরিবেশ দাবী করেন।

---

যান্ত্রিক বিভ্রাটের জন্য ৫ই নভেম্বর সংখ্যার জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই অনিচ্ছকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকাশক—জঙ্গিপুর সংবাদ।

## এশিয়ার দীর্ঘতম সাঁতার অনুষ্ঠান বন্ধ

তথ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায় গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সাঁতার প্রতিযোগিতা হবার কথা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১ঘন্টা দেরী করেও যখন দুর্যোগের কোন তারতম্য দেখা গেল না, তখন জঙ্গিপুর উপসমিতির সভাপতি ও মহকুমা শাসক শ্রীমতি রিঞ্চেন টেম্পো সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা করে প্রতিযোগিদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা ক'রে প্রতিযোগিতা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তথ্য দপ্তর আরও জানাচ্ছেন, এ বৎসর এই প্রতিযোগিতা আর অনুষ্ঠিত হবে না।

## প্রতিমার অঙ্গহানি

### পাগল গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : গত ৩রা নভেম্বর প্রতাপগঞ্জ শ্মশানকালীর মন্দিরে প্রবেশ করে জনৈক দুস্কৃতকারী প্রতিমার অঙ্গহানী করে। খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার দয়াল মুখার্জী ঘটনাস্থলে গিয়ে দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করলে গ্রামবাসীরা তাকে পাগল বলে অভিযুক্ত করে।

## ইন্দিরা স্মরণে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩১শে অক্টো'বর রাজ্য কর্মী ফেডারেশনের জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু দিবস পালন করা হয়। পরে হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়।


যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমনের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারের এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।



নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ।
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।